আওয়ামী লীগের ‘পঁচা শামুক’, ঢাকায় শাহরুখ ও শাকিরা!

গল্পটা বলেছিল ছোট ভাই ডাঃ রাশেদ। গল্পটা সত্যি কি মিথ্যা, তা নিয়ে আমার তেমন মাথা ব্যাথা নেই। গল্পটার শিক্ষাটাই গুরুত্বপূর্ন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে একই খবর কি ভাবে পরিবেশন করা হয়, তা নিয়েই এই গল্প। ধরা যাক, এক তরুনী ষাঁড়ের আঘাতে মারা গেল। দেখা যাক, এই খবরটাই কি ভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। প্রথম আলো’তে লেখা হবে, ‘ষাঁড়ের আঘাতে তরুনী’র মৃত্যু’। ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হবে, ‘ তাহার আর স্বামীর ঘর করা হইল না। হাতে মেহদী লাগানোর শখ আর পূর্ন হইল না’ এই জাতীয় কিছু। আর মৌলবাদী এবং কট্টর আওয়ামী লীগ বিরোধী পত্রিকায় পরিবেশিত হবে এইভাবে, **‘ভারতীয় ষাঁড়ের গুতায়, বাংলাদেশী তরুনী নিহত’**।

কয়েকদিন আগে এক বন্ধুর বাসার আড্ডায় রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছিলো। আমি কথায় কথায় যখন বললাম, ‘আমি মৌলবাদী পত্রিকা গুলি নিয়মিত পড়ি’, শুনে অনেকে বেশ অবাক হলেন! তখন আমি উপরের গল্পটা বললাম, কারন আমাদের দেশে জনগনের একটা বিরাট অংশ, ‘কট্টর মৌলবাদী’ পত্রিকার পাঠক বা তাদের প্রচারনা দ্বারা প্রভাবিত এবং বিভ্রান্ত। ৭৫ থেকে ৯৬ পর্যন্ত অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এবং সত্যকে বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে। এদের এই প্রচারনার ফলে, জনমনে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে প্রচুর ভূল ধারনার সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের প্রচারনার লক্ষ্য ছিল মূলত দুইটি; এক আওয়ামী লীগ ইসলাম ধর্মের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়, দুই আওয়ামী লীগ অন্ধভাবে ভারতপন্থী!

৯৬ এর নির্বাচনের পূর্বে প্রচার করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে, দেশ থেকে ‘বিসমিল্লাহ’ উঠে যাবে, আযানের পরিবর্তে উলুধ্বনি শূনা যাবে’। যা দূর করতে ৯৬ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের পোষ্টারে, ‘আল্লাহ সর্ব শক্তিমান’ লিখতে আর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ‘হিযাব’ পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপরের ৫ বছরে যখন দেশের মানুষ দেখতে পেলেন, মসজিদ থেকে আগের মতই আযান শোনা যাচ্ছে এবং ‘বিসমিল্লাহ’ জায়গামতই আছে, তখন এই মিথ্যা প্রচারনা স্তিমিত হয়ে যায় এবং মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এখন বাকী রইল ভারত বিরোধী প্রচারনা। যা এই দেশের সাধারন মানুষ’কে খুবই সহজে বিভ্রান্ত করে। এই ধরনের মিথ্যা প্রচারনার ফলে আওয়ামী লিগের যে বড় ক্ষতি হয় তা অনেকটা ‘পঁচা শামুক’এ পা কাটার সাথে তূলনীয়। এই অপ-প্রচারের ফলে জনসাধারনের অজ্ঞ অংশকে বিভ্রান্ত করে মৌলবাদীরা মাঠে নামার নতূন নতূন ইস্যূ তৈরী করে এবং মাঠে নামেও।

আমরা অতীতে দেখেছি বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ আর শাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত ‘চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার’ অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যূত্থান এর প্রতি ,সৈনিক এবং সাধারন মানুষকে বিরূপ করার জন্য, এই অভূথ্যান’কে ভারতপন্থী সামরিক অভূথ্যান বলে সৈনিকদের মধ্যে সফলভাবে অপপ্রচার চালান হয়। এই অপপ্রচারের ফলে ৩রা নভেম্বরের পালটা অভূথ্যান ব্যার্থ হয়ে গেলে, ৭ নভেম্বর সকালে মুক্তিযুদ্ধের দুই সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম ও কর্নেল হুদা, বীর উত্তম ও লেঃ কর্নেল হায়দার, বীর উত্তম নির্মম ভাবে নিহত হন! আজও পর্যন্ত এই হত্যাকান্ডের কোন বিচার হয় নাই! মুক্তিযুদ্ধের এই তিন বীর সেনানী’কে কাপুরুষের মত হত্যা করেই হত্যাকারীরা ক্ষ্যান্ত হয় নাই, এই ঘৃন্য হত্যাকান্ডকে ‘জায়েজ’ করার জন্য, তিন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় দালাল বলে অপপ্রচার করা হয়।

দেশে যখন ৭১ এর ঘাতক-দালালদের বিচারের প্রস্তুতি চলছে, এই মূহুর্তে স্বাধীনতা বিরোধী এবং মৌলবাদী’দের সবচেয়ে ফলপ্রসূ অস্ত্র হচ্ছে, ভারতীয় জুজুর ভয় এবং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ইসলাম ধর্ম বিরোধী বলে প্রচার করা। তাইতো আমরা দেখি, মৌলবাদী শক্তি ‘ধর্মহীন শিক্ষানীতি’র অযুহাতে সামনে হরতাল আহব্বান করেছে!

এই মৌলবাদী শক্তি সব সময় 'তীর্থের কাক'এর মত অপেক্ষা করে নতুন ইস্যূর জন্য। আর সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, মুক্তিযূদ্ধের পতাকাবাহী মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ, কিছু দিন পর পরই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বিরোধী শিবিরে এই ধরনের 'গরম ইস্যূ' সরবরাহ করে যাচ্ছে। কিছুদিন পর পরই এই ধরনের ফালতু, ভিত্তিহীন কিন্তু মূখরোচক ইস্যূ তৈরীর ফলে আওয়ামী লীগকে পরিশোধ করতে হচ্ছে চড়া রাজনৈতিক মূল্য, যা কিনা **'পঁচা শামুক'এ পাঁ কাটার সাথে তূলনীয়।**

যেমন ধরুন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী রায় রমেশ চন্দ্র যখন 'টিপাইমুখ বাধ তৈরী হলে বাংলাদেশ লাভবান হবে' বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তখন আমার মত অভিজ্ঞ পাঠক'ও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, রায় রমেশ চন্দ্র ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী! পরে যখন দেখলাম, রায় রমেশ চন্দ্র আমাদের দেশেরই পানি সম্পদ মন্ত্রী, তখন মনে হলো, আওয়ামী লীগের জন্য, পানি সম্পদ মন্ত্রী রায় রমেশ চন্দ্রের মুখ ও টিপাই মুখ বাঁধের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর!

আর্মি ষ্টেডিয়ামে ভারতীয় সাংস্কৃতির আগ্রাসনঃ সম্প্রতি আর্মি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শাহরুখ খান এর কন্সার্ট, 'কিং খান লাইভ' এর পরদিন, এই ছিল মৌলবাদী একটি পত্রিকার শিরোনাম। 'কিং খান লাইভ' ছিল মৌলবাদীদের জন্য ইস্যূ তৈরী করার একটি মোক্ষম সূযোগ । এক কথায় এটি ছিল তাদের জন্য 'সোনায় সোহাগা' কারন হিন্দী ভাষী ভারতীয় শাহরুখ খান যখন স্বল্পবসনা নর্তকী পরিবেষ্টিত হয়ে 'পারফর্ম' করে তা একদিকে যেমন সম্পূর্ন ভারতীয় এবং বেশ অশ্লীল, আবার অন্যদিকে সাধারন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করার জন্য যথেষ্ট জোড়ালোও বটে।

শাহরুখের মত ভাড়াটিয়া মনরঞ্জনকারী যখন মূখে সোনার বাংলা এবং বঙ্গবন্ধুর নাম নেয়, আমি জানিনা এতে সাধারন মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু ইমেজের উন্নতি না অবনতি হয়! আমার মনে হয়, এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শাহরুখ খান কিন্তু কিংবদন্তী মুষ্টিযোদ্ধা মুহম্মদ আলী তো ননই, এমনকি ম্যারাডোনা, শাবানা আজমী বা এঞ্জেলিনা জোলির মত সোসালি কমিটেড সেলেব্রিটিও নন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বিজাতীয় হিন্দী (বা ইংরেজী) অনুষ্ঠান, আর্মি ষ্টেডিয়ামে নয়, শেরাটন বা সোনার গাঁ'তেই হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতনী! এক পর্যায়ে শাহরুখ খান যখন দর্শকদের মধ্য থেকে একটি 'যূগল'কে ষ্টেজে আহব্বান করল, তখন পর্যন্ত তেমন কিছু অস্বাভাবিক মনে হয় নাই। কিন্তু যখন দেখলাম 'আলিফ লায়লা' নামে সেই তরুনী নিজেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতনি বলে পরিচয় দিলেন এবং অনেকক্ষন ষ্টেইজে অবস্থান করলেন, তখন অনেকের কাছেই মনে হচ্ছিলো পুরো ব্যাপারটা পরিকল্পনা মাফিক (আওয়ামী প্রোপাগান্ডা)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাতনী বলে পরিচয় দানকারী 'আলিফ লায়লা' নামের সেই তরুনীর মুখে গদ্গদ হয়ে বিশুদ্ধ হিন্দি বলার চেষ্টা, যা ছিল খুবই দৃষ্টিকটু এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ও আওয়ামী লিগের ইমেজের জন্য বেশ ক্ষতিকর।

প্রসংগত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুপাত বোন, বেবী সেরনিয়াবাত আমার সাথে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। বেবী'যে মন্ত্রী সেরনিয়াবাতের বা বঙ্গবন্ধুর বোনের মেয়ে তা কোন দিনও তার আচার ব্যাবহারে বা কথা বার্তায় প্রকাশ পায় নাই। সেই সময় শেখ রাসেল আমদের স্কুলেরই ক্লাস ফোর'এর ছাত্র ছিল। রাসেল'ও সাধারন ছাত্রদের মত স্কুল ইউনিফর্ম পরেই স্কুলে আসতো। আমাদের স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী, প্রধানমন্ত্রী'র এই দুই ঘনিষ্ঠ আত্নীয় ১৫ আগষ্টে নিহত হন। আমরা সেই সময় 'লতায় পাতানো জড়ানো' এই ধরনের আত্নীয়দের দেখাতো দুরের কথা, নামও শুনি নাই। আজ 'লতায় পাতানো জড়ানো' এই ধরনের আত্নীয়দের নাম প্রচারের উৎসাহ বা সরব উপস্থিতী দেখলে, 'বসন্তের কোকিল'এর কথা মনে পড়ে যায়। শাহরুখ খানের কনসার্ট নিয়ে কিছু লিখব কি লিখবনা যখন ভাবছি, ঠিক এমন সময়ই চোখে পড়ল, শাকিরা'র আগমনের খবর।

শাকিরা'র আগমনঃ সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখলাম, ওয়াকা ওয়াকা খ্যাত, কলম্বিয়ায় জন্মগ্রহনকারী, লেবানিজ বংশদ্ভুত এন্টারটেইনার শাকিরা বাংলাদেশে আসছেন। শাকিরা যদি তার স্বভাবমত গান ও নাচ পরিবেশন করেন তবে তা বাংলাদেশের অনেকের মনেই যে ঝড় তূলবে তা বলাই বাহূল্য। তবে তার চেয়ে অনেক বড় ঝড় তূলবেন আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং একইসাথে মৌলবাদীদের হাতে ২০/২০ ক্রিকেটের 'ফ্রি হিট' এর মত সূবর্ন সূযোগ তূলে দিবেন।

অতীতে আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কবি দাউদ হায়দারের এক আপত্তিকর কবিতা, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে ধর্মীয় ব্যানারে একত্রিত হয়ে মাঠে নামার সুযোগ করে দিয়েছিল। একই ভাবে আমরা দেখেছি, তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হাজী ক্যাম্পের সামনে লালন এর মূর্তি নিয়ে মৌলবাদীদের ইস্যূ তৈরী করার ঘটনা।

শাহরুখ খান ও শাকিরা'র 'ওপেন এয়ার কন্সার্ট' আমদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক মূল্যবোধের যেমন পরিপন্থী, ঠিক তেমনি আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের'ও চরম পরিপন্থী। **তাই ব্যাবস্থাপনার দ্বায়িত্বে যেই থাকুক না কেন, সময় থাকতেই আওয়ামী লীগ সরকারের এই ধরনের 'ওপেন এয়ার কন্সার্ট' এর নেতিবাচক দিক ও রাজনৈতিক মূল্য নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করা উচিত।**

সূবর্ন সূযোগঃ অন্যদিকে আর কিছু দিন পরই শুরু হতে যাচ্ছে 'বিশ্বকাপ ক্রিকেট'। এই ধরনের বিশ্বমানের অনুষ্ঠান আয়োজনের সূযোগ আমাদের দেশের জন্য এই প্রথম এবং এই ধরনের সূযোগ সাধারনত প্রতি ২০ থেকে ২৪ বছরে একবার আসে। এইবার পাকিস্তানে খেলা না হওয়ার কারনে আমদের দেশে অনেক বেশী খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই সরকারের উচিত, এই সূযোগকে সম্পূর্নভাবে কাজে লাগানো। সব মিডিয়া'কে কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশে বিশেষত ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে খেলাধুলা সম্পর্কে আগ্রহ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করা। সারা দেশে (প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও), ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম, স্কুল ও ক্লাবগুলির মধ্যে বিতরন করা। এক কথায় দেশের সবার মধ্যে 'ক্রিকেট ফিভার' তৈরী করা।

'কিং খান লাইভ' বা 'ওয়াকা ওয়াকা'র মত হালকা ও স্থূল অনুষ্ঠানের স্থলে, সরকার এই ধরনের গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহন করলে, তা যে সরকার ও জনগন, বিশেষত ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের জন্য খুবই উপকারী হবে তা বলাই বাহুল্য। আর সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য এই ধরনের উদ্যোগের ফলে মৌলবাদীদের হাতে আর নতুন কোন 'ফাও' সুযোগ সৃষ্টি হবে না বা মৌলবাদী শকুনের দোয়ায় গরুও মারা পড়বে না।

পাদটিকাঃ পৃথিবীতে কোন দেশে, আমাদের দেশের মত এত মানুষ স্বাধীনতার জন্য প্রান দেয় নাই আর আমাদের দেশই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে 'স্বাধীনতা বিরোধী' বলে একটা শব্দ বা গোষ্ঠী আছে! আর হবেই না কেন, শুধুমাত্র আমদের ভাষাতেই আছে, 'কৃতঘ্ন' (যে উপকারীর অপকার করে), নামক শব্দ। তাইতো আমরা দেখি, আমাদের দেশেই ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে, স্বাধীনতা বিরোধীরা মন্ত্রী হয়ে যায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারী পালন নিষিদ্ধ হয়ে যায়! আওয়ামী লীগ যখন পরাজিত হয়, তখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সমস্ত শক্তি কোনঠাসা হয়ে পড়ে, এটাই রূঢ় বাস্তবতা তাই সবসময় আশংকায় থাকি, আওয়ামী লীগ না আবার কোন **'পঁচা শামুক'এ পাঁ কাটে!**

নাজমুল আহসান শেখ, ২৪ ডিসেম্বর, সিডনী; Victory1971@gmail.com